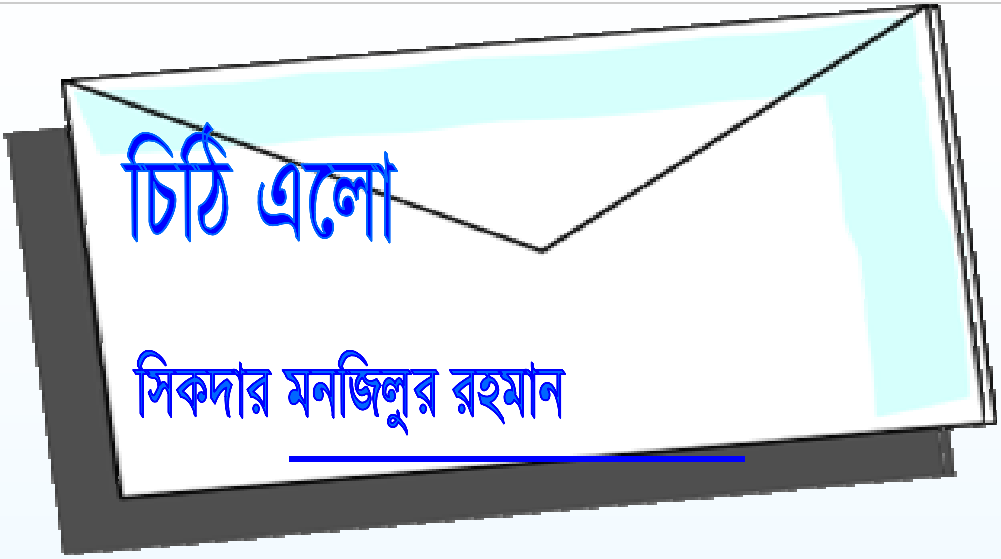

চিঠি এলো

সিকদার মনজিলুর রহমান

ক্লিং বেলের আওয়াজ শুনে দরজা খুলে আশ্চর্য হয়ে থমকে দাঁড়ায় সোফিয়া ! সে যে মানুষটিকে খুজে ফিরেছে দীর্ঘদিন ধরে আজ সে তারই দোর গোরায় । নিজের চোখ কে সে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না। বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে দৌড়ে ফিরে চলে যায় ভিতরে। উচ্চস্বরে ডাক দেয় তার মাকে।

-আম্মিজ্বী ইধার আইয়ে জারা দেখনা হামারে ঘরপে কোন আয়া !

-কোন ?

-রাজু ।

-কোন রাজু , বেটী ?

-ওহি বান্দা জিসনে মেরী জিন্দেগী বাঁচায়া হ্যায় ।

-উদাত্ত কন্ঠে মা জিজ্ঞেস করলেন, বেটী এ তু ক্যা বলরাহা ?

-“হ্যাঁ মা”, জবাবে সে বলল।

-ইনতেজার কর বেটী ময়য় আরিহো , উসনে ব্যাট-নেকি কহ ।

এই সেই রাজু। যে নিজের মৃত্যুকে উপেক্ষা করে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল সোফিয়াকে ।

সে দিনের কথা মনে পড়লে আজও শিউরে কেঁদে ফেলে সোফিয়া ।
আষাঢ় মাস । আকাশ মেঘাচ্ছন্ন । সারা দিন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি , এ দিনের এই ক্ষণটি মনে করিয়ে দেয় কবি গুরু রবি ঠাকুরের সেই ,
“ নীল নব ঘনে , আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহিরে
ওগো আজ তোরা
যাসনে ঘরের বাহিরে ।”
প্রকৃতির এমনই এক নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও তাকে ঘর থেকে বের হতে হয়ে ছিল । না যেয়ে উপায় ছিল না । বসের নির্দেশ তারপরে আবার নতুন চাকরি উপেক্ষা করে কেমনে ? কোম্পানির তিন কোটী টাকার পণ্য আটকে পড়েছে মংলা বন্দরে। এ পণ্য খালাসের জন্য তাকে যেতে হবে সেখানে । বেলা দশ কি সাড়ে দশটা হবে। বৃষ্টির কিন্তু বিরাম নেই তখনও । বাসা থেকে রিকশা নিয়ে সোজা রূপসা ফেরীঘাট । ফেরী পার হয়ে মংলাগামী একটি বাসে চেপে বসল সোফিয়া। অফিসিয়াল কার্জকর্ম যখন শেষ , বেলা তখন চারটে । এ বার বাড়ি ফেরার পালা।বৃষ্টি কিছুটা থামলেও মেঘলা অন্ধোকার ভাবটা কাটেনি । আবারও বাসে চড়ে যখন রূপসা ঘাটে ফিরল এতক্ষণে বিশ্রাম নেওয়া মেঘের গর্জনটা যেন বেড়ে গেল , অন্ধোকার ঘনিয়ে এলো । ঘাটে আসতে না আসতেই ফেরীটা ছেড়ে গেল । সে ভাবল,“ অন্ধোকার যে ঘনিয়ে আসছে অপর ঘাট থেকে ফেরী ফিরতে হয়তো বেশ দেরী হতে পারে, বৃষ্টি বাদলের এই মেঘলা দিনে মা তার প্রতি ক্ষায় পথ চেয়ে বসে আছে ”। তাই ফেরীর অপেক্ষায় না থেকে মাঝী ডেকে নৌকায় নদী পারের সিদ্ধান্ত নিল । পূর্বতীর ছেড়ে নৌকা ছুটে যাচ্ছে পশ্চিম তীরে । হঠাৎ করে মূষলধারে বৃষ্টি নেমে এলো সঙ্গে দমকা হাওয়াও । পশ্চিম তীর থেকে ইতি মধ্যে ফেরী ছেড়ে আসছে। মাঝ নদীতে যেতেই প্রবল ঝড়ো হাওয়ায় নৌকাটি ফেরীর সাথে প্রচন্ড ধাক্কা লেগে উল্টে গিয়ে মূহূর্তের মধ্যেই ডুবে যায়। সোফিয়া সাঁতার জানে না । আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সে জলে ডুবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে । সেই মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য সাহায্যের প্রার্থনা জানিয়ে বাঁচাও বাঁচাও বলে আত্মচিৎকার করে । সেদিনের সেই করুণ আর্ত্মনাতে কেউ এগিয়ে আসেনি । ফেরীর যাত্রীরা সবে হাঁ করে দেখছিল একটি অসহায় যুবতী কিভাবে নদীতে ডুবে মারা যাচ্ছে । সাহায্যে আসবেই বা কি করে তখন মাঝ নদীতে প্রবল ঢেউ । ঢেউ আর স্রোতের মুখে এগিয়ে এসে যম দূতের কাছে নিজেকে সপে দিবে কে ? সবার সাথে রাজুও অবলোকন করছিল ঐ হৃদবিদারক দৃশ্যটি , আরও লক্ষ্য করল তার সে আত্মচিৎকারে কেউ এগিয়ে আসছে না ।রাজুর বিবেকে সাড়া দিল , “ একটি অসহায় আদম সন্তান চোখের সামনে ডুবে ডুবে মারা যাবে এ কেমন কথা ?

নৌকাটি না যত জোরে আঘাত লেগেছে ফেরীর সাথে তার চেয়ে স্বজোরে আঘাত হেনেছে তার বিবেকে । তাই নিজের জীবনকে উপেক্ষা করে সেই ঝড় ঝঞ্ঝাটের মুখে অসুরের মত নদীতে ঝাপিয়ে পড়ল রাজু । তাকে যখন উদ্ধার করে তীরে তুলল তখন তার জ্ঞান ছিলনা । বেঁচে আছে কি মরে গেছে, এই উপলব্ধি করা ছিল খুবই মুশকিল । এ্যাম্বুলেন্স ডেকে তাকে নিয়ে ছুটলো সবে হাসপাতালে। খুলনা সদর হাসপাতালে সোফিয়া যখন চোখ খুলল জানতে পারল রাজুকে । সেই ব্যক্তি যে তার নিজের জীবনের মৃত্যুর ঝুকি নিয়ে সোফিয়াকে উদ্ধার করেছে । সে শুধু অপলক নেত্রে চেয়ে থাকল রাজুর দিকে । এই মহামানবটিকে এতটুকু কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা ছিলনা তার। সে যে কৃতজ্ঞতার উর্ধে ।

দরজা খোলা পেয়ে লিভিং রুমে গিয়ে বসে পড়ল রাজু । সুন্দর সাজান গোছান ছিমছাম একটি রুম । জানালা থেকে পাশের বাড়ীর ছাদের উপর একজোড়া পায়রার বাকবাকুম বাকুম ডাকের শব্দে দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সেদিকে । মর্দা পায়রাটি বাকুম বাকুম স্বরে ঘুরে ঘুরে ডাকছে

চিঠি এলো

আর মায়া পায়রাটি অনুগত হয়ে আহ্লাদে গদ গদ হয়ে মুখ রাঙা করে পাখনা ফুলিয়ে ঘুর ঘুর করছে তার পাশে পাশে। কিছুক্ষণ পরে মায়া পায়রাটি তার সাথী পায়রাটির মুখে মুখ ঢুকিয়ে নিজের মুখের খাবার খাওয়াচ্ছে। একে অপরকে কিভাবে আদর করছে। একে বারে আনমনা হয়ে দেখছিল তাদের অভিসার লীলা। লিভিং রুমের ঐ কর্ণারে ওৎ পেতে বসে থাকা একটি শিকারী বিড়াল শিকার ধর তে হঠাৎ লাফিয়ে পড়ার শব্দে তার সম্ভী ফিরে এলো।

এরই মধ্যে সোফিয়া ও তার মা এসে হাজির হলো সেখানে। সোফিয়া হাল্কা আকাশী রঙের একসেট শালওয়ার-কামিজ পড়া। বাম হাতের নিটোল কব্জীতে ছোট্ট এটি ঘড়ি, কন্ঠে চিকন সরু একটি চেইন যার লকেটের মাঝখানে একটি পাথর বসান তাকালেই চোখ ঝলসে যায়। রাজুর মনে হচ্ছিল হিন্দি ফিল্মের নায়িকা শ্রীদেবী ধীর কদমে হেঁটে আসছে তার দিকে। তন্ময় হয়ে ভাবল একি জলে ডোবা সেই মেয়ে যাকে সে রূপসা থেকে তুলেছিল, নাকি অন্যকেউ ? চোখে চোখ পড়ে গেলে দু'জনেই মাথা দু'দিকে ঘুরিয়ে নিল।

সোফিয়ার মা রুমে ঢুকতেই রাজু সালাম দিয়ে দাঁড়াল।

-মা সালামের জবাব দিয়েই বলল, "বস, বাবা বস"। তোমার মা কেমন আছেন ?

-জ্বী ,ভাল।

-তুমি সেদিন হাসপাতাল থেকে আমাদের কিছু না বলে চলে গেলে কেন ? আমি তোমাকে অনেক খুজেছি ।সোফিকে জিজ্ঞেস করলাম, হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স কেউই তোমার ঠিকানা দিতে পারলনা আমার শেষ জীবনের একমাত্র অবলম্বন এই সোফি। সেই '৭১এর রায়েটে ওর বাবা, ভাই, আরো একটা বোনকে হারিয়ে ওকে বুকে নিয়েই বেঁচে আছি। তুমি না থাকলে ঐদিনই তো আমি ওকেও হারাতাম, বাবা। এমন একটা মহোপকার তুমি করলে যা কিনা নিজের ভাইয়েও করতে এমন দুঃসাহস হত না।

-না, না, এমন কিছু না। মানুষ হিসেবে মানুষের দায়িত্ব পালন করেছি মাত্র। আমি ---ঝাঁপিয়ে না পড়লে অন্য কেউ নিশ্চয় পড়ত।

-সোফিয়া বলে উঠল, " না, একদম না, ভাই অন্য কেউ আমাকে উদ্ধারে এগিয়ে আসত না আমার জীবনটা ঐ দিনই রূপসার জলে ভেসে যেত। হয়ত বা ফেরীর ঐ চাকায় জড়িয়ে খন্ড বিখন্ড হয়ে যেতাম। আপনার এঋণ আমি কোন দিন শোধ করতে পারব না।"

-না, না, আপনি অমন করে বলবেন না। চলার পথে এমন হয়ে থাকে। ঋণের আর কি আছে ? বলল, রাজু।

-সে যাই হোক। আপনি কেমন আছেন ? এত দিন পরে কেন স্মরণ হলো আমাকে ? আপনার ঠিকানা আমার জানা না থাকলেও আমার ঠিকানা তো আপনার জানা ছিল।

-ছিল বটে ; কিন্তু সময় করে আসতে পারিনি। আজকে বাধ্য হয়ে এলাম নিজের প্রয়োজনে। মনে করলাম আপনার সাথে সাক্ষাত করলে যদি সমস্যাটার সমাধান হয়।

-সমস্যা ? উদবেগ হয়ে জিজ্ঞেস করল, সোফিয়া। আমার মত এক হতভাগী আপনার জন্য কি করতে পারে ?

-নিশ্চয় পারবেন।
-মামু খালুর জোর না থাকলে কোথাও কিছু করে খাওয়ার উপায় নেই। ঘুষ দেওয়ার মত সামর্থ্য আমার বাবার নেই, আর আমার কোন মামু খালুও নেই যে আমার জন্য কিছু করবে।

-আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কি ব্যপার বলুন তো !

-শোনলাম আপনাদের মিলে লেবার আফিসার পদে একটা পোষ্ট খালি হয়েছে। আপনি যদি আমার জন্য এতটুকু কষ্ট করে আপনার ডাইরক্টরকে বলতেন।

-ও সেই কথা ! পোষ্টটা তো খালি হয়েছে মাত্র গতকালকে এখনও কোন সার্কুলারই হয়নি। তা আপনি জানলেন কি করে এত সত্তর।

-আপনাদের ওখানে আমার বোন কেয়া চাকরি করে কিনা।
- ও, তা ই বুঝি ?

-অফ কোর্স। আপনার জন্য এতটুকু করতে আমার কোন দ্বিধা নেই। বরং নিজেকে ধন্যা মনে করব যে, আপনার জন্য কিছু একটা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আপনার টেলিফোন নাম্বারটা রেখে যান কালকেই ডাই রেক্টরের সাথে দেখা করে আপনাকে জানাব।

-আপ কি ব্যটনে ব্যটনে স্রেফ বাতই করে গী বেটী ? ল্যারকাকো কুছ নাস্তা পানি দেগী কি নেহী ? বলল, সোফিয়ার মা।

-" আই এ্যাম ফাইন, আমার জন্য কিছু করতে হবে না। আমি এখানে আসার পূর্বে বাড়ি থেকে মাত্র খেয়ে বের হয়েছি।" বলল, রাজু।

ম্যয় যা রোহিহো। বলে সেফিয়া উঠে গেল।

বিহারীর মেয়ে সোফিয়া। খুলনা শহরের খালিশপুরে বিহারী কলোনীতে মায়ের সাথে বসবাস করে। সম্প্রতি দি রূপসা জুট মিলস্ এন্ড বেলার্স এ ডাইরেক্টরের পি,এ এর চাকরি পেয়ে কেডিএর আবাসিক এলাকা নিরালায় একটা প্লট নিয়েছে। ১৯৭১ এর রায়েটের পূর্বে মা-বাবার সাথে থাকত রংপুরে। সেখানে বাবা ছিল তামাকের আড়ৎদার। রংপুর তামাকের জন্য বিখ্যাত। রায়েটে বাবা, ভাই ও আয়েশা নামের একটি বোনকে হারিয়ে তার মা তাকে নিয়ে পালিয়ে আসে এই খুলনায় ।সে তখন ছোট্ট খুকী। উর্দুভাষী এ পরিবারটি দিন বদলে বাংলা ভাষা রপ্ত করলেও বাসা-বাড়িতে মা ও মেয়ে উর্দুই চর্চা করে।

শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি শেষে শনিবার অফিসে গিয়েই নিজের রুমে না গিয়ে সোজা ডাইরেক্টর সাত্তার সাহেবের চেম্বারে গিয়ে উপস্থিত সোফিয়া। সাত্তার সাহেব তাকে দেখে কিছুটা আর্শ্চযিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, " কি ব্যাপার আর্লি ইন দ্যা মনিং ?

- হ্যাঁ, স্যার। খুব বিশেষ একটা দরকারে আপনার কাছে এলাম। নাকি এ সুযোগটা হাত ছাড়া হয়ে যায় ?
-সাত্তার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, কেন কি সুযোগ ? আগে বলবে তো ঘটনা কি ?

-কোন ঘটনা নয়। আপনি তো জানেন, সে

সিকদার মনজিলুর রহমান

দিনের ঐ ঝড়-ঝঞ্ঝাট মুখর দিনে একটি ছেলে নিজের জীবন উপেক্ষা করে আমাকে উদ্ধার করেছিল। আমি তাকে এতটুকু কৃতজ্ঞতা জানাবার পূর্বেই সে হাসপাতাল ছেড়ে চলে যায়। তাকে আমি বেশ করে খুজেছি। কোথাও তার সন্ধান পাইনি। দীর্ঘ দিন পরে সে এসেছিল আমাদের বাড়ি।

-তাই নাকি ? তা হলে এতদিনে তার সন্ধান পেলে ! কৌতুহলী প্রশ্ন মিষ্টার সাত্তারের।

-তার এ প্রশ্নের জবাব না দিয়েই সরাসরি বলে গেল, " আযম খান কর্মাস কলেজ থেকে বি কম পাশ করে দীর্ঘদিন বেকারত্বের অভিশাপ বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক ইন্টারভিউ এ্যাপ্লিকেসান দিয়েছে কোথাও কিছু করতে পারছে না, বেচারা। একটা কর্মসংস্থানের জন্য গতকাল সে আপনার সরণাপন্ন হয়েছে। আমার জীবন রক্ষাকারী এই ব্যক্তির জন্য এতটুকু উপকার আপনার করতেই হবে, স্যার।"

-বেশ তো ,এতে মন খারাপ করার কি আছে ? তুমি যখন বলছ, " তা হলে আমাদের লেবার অফিসারের যে পোষ্টটা খালি হয়েছে সেখানে তার একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ঠিক আছে তুমি কালই তাকে আমার সাথে যোগাযোগ করতে বল। ও হ্যাঁ, সে দিনের ঐ ফাইলটির খবর কি ?

-থ্যাংক য়্যু ,থ্যাংক য়্যু ভ্যারি মাচ। আই এ্যাম রিয়েলি এ্যাপ্রুয়েসিয়েট, স্যার। তাকে আজই টেলিফোন করে আপনার সাথে দেখা করতে বলব। ফাইলটা আজকেই কমপ্লিট করে আগামীকাল আপনার কাছে পাঠায়ে দিব। সোফিয়া বেড়িয়ে পড়ল।

রাজু আজ চাকরিতে জয়েন করবে।

সোফিয়া নিজের মনে একটি ড্রাফট্ টাইপ করছিল। আর ভাবছিল রাজু, কি চটপটে হ্যান্ডসাম সুন্দর একটি যুবক। সে যে তারই মত এক টি যুবকের অপেক্ষায় দিন গুনছে, ইচ্ছে করছিল ঐ দিন তাকে জড়িয়ে ধরে রাঙা অধরে অধর মিলায়ে বলে ,"আই লাভ য়্যু রাজু ,আই লাভ য়্যু সেদিন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে আমায় যে নবজীবন দিয়েছ, এ নবজীবনে তোমারই দাসী হয়ে বেঁচে থাকতে চাই ,শুধু তোমারই "। সে কি বিবাহিত ? নাকি কোন মেয়ের প্রেমে পড়েছ, কিছুই জানা হয়নি তার। তা না হলে তার মত এমন একটি সুন্দরী মেয়ের সাথে কেন সসখ্যতা করতে চায় না, তার সাথে আলাপ করতে সখ্যতা গড়তে কত ছেলেই আগ্রহী। তার সাথে আলাপ করার সখ্যতা গড়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বও কেন সে নিজেকে আড়াল করে রাখছে ?

আগে বেচারার চাকরিটা হোক তারপর সব কিছু জানা যাবে। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কেন জানি বারং বার ভুল হচ্ছে, এমনতো হওয়ার কথা নয়। অন্য দিকে মনোনিবেশ করতে চেষ্টা করল বেয়ারাকে ডাকল,

-লাল মিয়া ....

-জ্বি আপা ......?

-আজকের পত্রিকা দিয়েছে ?

-ঢাকার পত্রিকা এখনও দেয়নি আপা। লোকাল পত্রিকা পূর্বাঞ্চলটা দিয়ে গেছে।

-ঠিক আছে, দে তো। পারলে এক কাপ চা অথবা কফি দিস, কেমন ?

আঞ্চলিক এ পূর্বাঞ্চলটা খুলনা থেকেই প্রকাশিত হয়। খুলনার মধ্যে এই পত্রিকাটাই বেষ্ট।

পত্রিকায় চোখ বুলাতেই ফাষ্ট পেজে কভার নিউজে নজড় পড়ল, '*ট্রাকে চাপা পড়ে রিকশাচালক নিহতঃ আরোহীকে আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি।*"

আজকাল পত্রিকা খুললেই সড়ক -রেল, নৌ বিমান দূর্ঘটনার খবর, এসব খবর সোফিয়া একদম পড়ে না, পড়তে তার খুবই ভয় হয়। কে জানে কখন সে নিজেই এ সংবাদের শিরোনাম হয় ? অনিচ্ছা সত্ত্বেও আজকে সে পড়ল। শুধু পড়লই না, খবরটা পড়েই যেন তার চোখ দু'টো ছানা বড়া দিয়ে গেল। আহত রিকশা্ আরোহীর নামটা তার খুবই পরিচিত। এ কে সে .....?

-না, না, এ হতে পারে না ? রাজু নামের কত লোকই তো আছে ? এ রাজু সে রাজু নয়। বেয়ারাকে আবার ডাকল,

-লাল মিয়া ....

-জ্বি, আপা আমায় ডেকেছেন ?

-হ্যাঁ, দেখতো স্যার আছেন কি না ?

-যাই আপা

সোফিয়া ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে বেলা ১১টা।

- না, আমি নিজেই যাচ্ছি।

ডাইরেক্টর সাত্তার সাহেব অফিসিয়াল একটা কাজে ব্যস্ত। পারমিশান নিয়ে প্রবেশ করল সোফিয়া তার রুমে।

সোফিয়ার হঠাৎ এ সময়ে আসা ডাইরেক্ট রের অপ্রত্যাশিত। সোফিয়ার চোখে মুখে ফ্যাকাশে ভাব লক্ষ্য করে, কি ব্যাপার তোমাকে অমন অপ্রস্তুত লাগছে কেন ? কি হয়েছে তোমার ?

সোফিয়া কথাটি বলবে কি না ইতস্তত করছে।

-কেন অমন করছ, বলে ফেল ?

-সোফিয়া জিজ্ঞেস করল, আজকে নতুন যে লেবার অফিসার মিস্টার রাজুর জয়েন করার কথা তিনি এসেছেন ?

- না, এখনও আসে নাই। আসবে এখনই। কথাটি শেষ হতে না হতেই পূর্বাঞ্চলটা এগিয়ে দিয়ে ; দেখুন, স্যার গতরাত ১০টার দিকে ফারাজী পাড়া মোড়ে এক সড়ক দূর্ঘটনার খবর।

-দেখি তো

এক নজরে পড়ে ফেললেন সাত্তার সাহেব।

-না, না, এ রাজু আমাদের সে রাজু সাহেব নন। অন্য কেউ হবেন হয়তো। তুমি ভেবো না সোফিয়া, দেখ এখনই তিনি এসে পড়বেন। ঠিক এ সময়ে লাল মিয়া একটা ছুটির দরখাস্ত নিয়ে হাজির হলো। সেটি পঠিয়েছে কেয়া

চৌধূরী,“লিখেছে তার একমাত্র ভাই রেজাউল করিম চৌধূরী (রাজু) গত রাতে সড়ক দূর্ঘটনায় মারাত্মক আহত হয়ে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে বিধায় অদ্য সে অনুপস্থিত থাকবে।”

-সোফিয়া জিজ্ঞেস করল,“ কে লিখেছে স্যার ?”

-আমাদের এক ষ্টাফ ,কেয়া চৌধূরী । ছুটি চেয়েছে । তার ভাই এ্যাকসিডেন্ট করেছে ।

পত্রিকায় বর্ণিত ঘটনার সাথে কেমন যেন মিলে যাচ্ছে । আহত রাজু তার ভাই ।

-আমায় বেয়াদবির জন্য ক্ষমা করবেন স্যার, বলেই ভ্যনিটি ব্যাগ খুলে মোবাইল ফোনটি বের করে ডায়াল করল রাজুদের বাসার নাম্বারে । রিং হচ্ছে কিন্তু ঐ প্রান্ত থেকে কেউ টেলিফোন তুলছে না । অটোমেটিক এ্যানসারিং সিস্টেমে বলছে , “ হ্যালো নো ওয়ান ইজ এ্যাভেলএ্যাভেল টু টেক ইউর কল রাইট নাউ, প্লিজ লিভ এ ম্যাসেজ আফটার দ্যা টোন ,উই উয়িল রিটার্ন ইওর কল এ্যাস সুন এ্যাস পসিবল , থ্যাংকস ।” তাতে পরিস্কার বোঝা গেল বাসায় কেহ নাই। হয়ত সবাই এখন হাসপাতালে । একটা রিকশা নিয়ে সোফিয়া হাসপাতালে উপস্থিত হলো । এখানে সবই আয়নার মত পরিস্কার হয়ে গেল ।

প্রচন্ড আঘাত লেগেছে মাথায়, হাতে ও বুকে । সেন্স তখনো ফিরে নাই, রক্তক্ষরণ হয়েছে প্রচুর। কেয়ার সাথে পরিচয় হলো হাসপাতালে অফিস ষ্টাফ হিসেবে জানে তাকে রাজু যে তার ভাই এ পরিচয়টা সে জানত না । কেয়া ,বড় বোন মমতা ও তাদের মায়ের সাথে তার পরিচয় হলো হাসপাতালে। সোফিয়ার সেদিন আর অফিসে যাওয়া হলো না ।

রাজ আজ চাকরিতে জয়েন করবে এই স খবরটা জানাতে যাচ্ছিল বানরগাতি তার বড় বোন মমতার বাসায়।পথেই ফারাজীপাড়া মোড়ে এ ঘটনা ।

বেলা একটার দিকে রাজুর জ্ঞান ফিরলেও ডাক্তার ভরসা দিল না ।
চোখ খুলে রাজু সোফিয়া , কেয়া , বড় বোন মমতা, মা সবাইকে তার বেডের পাশে দেখে অপলক ও করুণ দৃষ্টিতে তাকাল সবার দিকে । এমন সময় মা জিজ্ঞেস করল ,

-কিছু খাবে বাবা ?

-রাজু মুখে জবাব না দিয়ে শুধু মাত্র ইশারায় জবাব দিল , “ না ” ।

ডাইরেক্টরের দেওয়া নিয়োগের চিঠিটা রাজুর পকেটে ছিল।পকেটের অন্যান্য কাগজ পত্র এবং টাকা পয়সার সাথে তাও রক্তাক্ত হয়ে গেছে ।

বেলা গড়াতেই রাজুর অবস্থার ক্রমশ অবনতি হতে লাগল । কেবল এ পাশ ও পাশ করতে লাগল । তার এ অবস্থা দেখে কেউ আর বাসা বাড়ি তে গেল না ।

-আবারও মা এগিয়ে -- “ কিছু বলবে বাবা ?

-কেয়া এগিয়ে এসে, কেমন লাগছে, “ভাইয়া ।”

-ভাল না । আমি আর বাঁচব না , কেয়া !

- না, অমন বলতে নাই ভাইয়া ; তুমি শিঘ্রই সুস্থ্য হয়ে উঠবে ।

-না, আমি আর সুস্থ্য হব না। আমার চাকরিতে আজকেই জয়েন করার কথা । হ্যাঁ ,হ্যাঁ , আজ কেই।

-আপনি অমন করেন না ? সুস্থ্য হলেই জয়েন করতে পারবেন। ডাইরেক্টরের সাথে আমার কথা হয়েছে , সোফিয়া বলল ।

-না, মিস সোফি, ‘’ আপনি জানেন না আজ কেই । হ্যাঁ , আজকেই জয়েন করব । ঐ, ঐ দেখুন আমাকে অভিন্দন জানাতে মালা হাতে দাড়িয়ে রয়েছে কত জন ? একটি নিয়োগের চিঠির প্রতিক্ষায় কতদিন কেটে গেছে । দেখুন না ,ওদের হাতে কতগুলো চিঠি ।

কান্নাভরা চোখে মা বলে উঠলেন,“ তুই অমন করে বলিসনে , আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না , বাবা !
-তুমি কেঁদো না মা ! আমায় যেতে হবে , চিঠি যে এসে গেছে । তোমরা আমাকে আর বেঁধে রাখতে পারবে না, যেতেই হবে । কন্ঠ আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে এলো ।

কেয়া দৌড়ে গেল ডাক্তারের রুমে । উচ্চস্বরে ডাক দেয় । ডাক্তার , ডাক্তার সাহেব ভাইয়া কথা বলছে না । দেখুন না কেমন করছে ? ডাক্তার এসেই রাজুর চোখ মুখ দেখতে লাগল , শরীরের স্পন্দন আস্তে আস্তে ম্লান হ য়ে আসছে । ডাক্তার বুঝতে পারলেন রাজুর শেষ নিঃস্বাস নেবার আর বেশী বাকী নাই জীবনের শেষ চিঠি তার হাতের মুঠোয় । এখনই পার্থিব জগৎ ছেড়ে পরলৌকিক জগতে জয়েন করতে যাচ্ছে ।

চারিদিকে শেষবারের মত আরেকবার তাকিয়ে ধীরে ধীরে দুই চোখের পাতা একাকার করে ফেলল ।

এ দৃশ্য উপস্থিত সকলেই করুন্ভাবে লক্ষ্য কর ছিল । সেখানে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হলো । কান্নার সোরগোলে হাসপাতাল ওর্য়াড কম্পিত হয়ে উঠল । ডাক্তারেরে ইশারায় নার্স চাদর টেনে রাজুর শরীরটা ঢেকে দিল ।

রাজু আর কখনও হন্যে হয়ে চাকরির জন্যে ঘুরবে না । সে আজ বড় ধরনের চাকরি নিয়ে চলে গেল।

সকলের কান্না কন্ঠকে ভেদকরে দূর মসজিদ থেকে মাগরিবের আযান ধ্বনি ভেসে আসছে .....

লা .... ইলাহা ইল্লাল ....লাহু মুহাম্মাদুর ....রাসুল্লাহ ।

(গল্পটি লেখকের নিয়োগ পত্র উপন্যাস থেকে সংকলিত)